আল্লাহর অনুগ্রহ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

সূরা ফাতির/ আয়াত ২

মুশরিকরা যে মনে করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাদের রিযিকদাতা, কেউ সন্তানদাতা এবং কেউ রোগ নিরাময়কারী, তাদের এ ভুল ধারণা দূর করা এই আয়াতটির উদ্দেশ্য। শিরকের এ সমস্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং নির্ভেজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, বান্দাদের কাছে যে ধরনের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। অন্য কারো এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং একে রোধ করার শক্তিও কারো নেই।

এ বিষয়টি কুরআন মজীদ ও হাদীসের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

> “এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।” *সূরা আল-মুলক; ২১*

এভাবে মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং সবার কাছে হাত পাতার গ্লানি থেকে রেহাই পাবে। এই সঙ্গে সে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেবে যে, তার ভাগ্য ভাংগা গড়া এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে নেই।

আল্লাহ্ পরাক্রমশালী অর্থাৎ সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। আবার এই সঙ্গে তিনি জ্ঞানীও। যে ফায়সালাই তিনি করেন পুরোপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।

নবী (সাঃ) বলতেন,

> (اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা রোধ করার এবং যা রোধ কর, তা দান করার সাধ্য কারো নেই। বুখারী, মুসলিম

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী

এক হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন,

> "হে বৎস! জেনে রাখ, যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে সে আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন এর বাইরে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, পক্ষান্তরে যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার উপর লিখে রেখেছেন।" *তিরমিযী;২৫১৬*

যখন এই দিকটি একজন ব্যক্তির হৃদয় ও মনের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, তখন তার ধারণা, অনুভূতি, মূল্যবোধ, মান এবং সাধারণভাবে জীবনের সকল ক্ষেতে সম্পূর্ণ ঘটে। এটি স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর অন্য কোন শক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকার চিন্তাকে বাতিল করে এবং তাকে আল্লাহ্‌র নিজস্ব ক্ষমতার সাথে যোগাযোগ করে। এটি তাকে অন্য কারো কাছ থেকে অনুগ্রহ পাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করে এবং সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সাথে সংযুক্ত করে। এটি তার সামনে মহাবিশ্বের প্রতিটি দরজা এবং পথ বন্ধ করে দেয় তবে তার জন্য দরজা এবং আল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ খুলে দেয়।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অসংখ্য দিক থেকে প্রতিফলিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ এগুলি রেকর্ড করতেও শুরু করতে পারে না। তারা তার মধ্যে এবং যেভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাকে যে সম্মান দেওয়া হয়; আশীর্বাদ যা তার চারপাশে চারপাশে এবং তার উপর থেকে এবং তার নীচে থেকে। এটি তার উপর বর্ষিত অনুগ্রহের মধ্যেও পাওয়া যায়।

আল্লাহ্‌ যখন তাঁর রহমতের দরজা কারো জন্য খুলে দেন, তখন সে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, অবস্থায় এবং স্থানে এটি খুঁজে পায়। এমনকি তিনি এটিকে নিজের মধ্যেও খুঁজে পান, খুঁজে পায় তাঁর অনুভূতিতে, তার চারপাশে, যেখানেই এবং যেভাবেই হোক না কেন।

বিপরীতভাবে, আল্লাহ্‌ যদি কারও কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহকে দূরে রাখেন, তবে সেই ব্যক্তি প্রতিটি জিনিস, পরিস্থিতি, স্থান এবং অবস্থার মধ্যে এটিকে মিস করে, যদিও তার কাছে তার পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে এবং তিনি প্রচুর সুখের যুক্ত থাকেন।

একজন ব্যক্তির যা কিছু অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হোক না কেন তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে আটকে রাখার সাথে যুক্ত হলে তা একটি কষ্টে পরিণত হয়; এবং তিনি যে কষ্ট বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যান তা তাঁর অনুগ্রহের সাথে মিলিত হলে তা অনুগ্রহ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ কাঁটাযুক্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে, কিন্তু, আল্লাহ্‌র কৃপায়, তিনি এটিকে খুব আরামদায়ক মনে করেন; যখন সিল্কের গদি এবং কুশনগুলি শক্ত পেরেকের মতো মনে হয় যদি সেই অনুগ্রহ তাকে অস্বীকার করা হয়। ঐশ্বরিক কৃপায় সবচেয়ে কঠিন সমস্যা সহজ হয়ে যায় এবং বিপদ নিরাপত্তায় পরিণত হয়, কিন্তু তা ছাড়া যা সাধারণত সহজ হয় তা অদ্রবণীয় হয়ে ওঠে এবং নিরাপদ সড়ক ও পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দেওয়া হয়, আপনি নির্জন কারাবাসে, অত্যাচার সহ্য করে বা বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আপনি দুঃখিত বোধ করবেন না; যদিও আপনি সবচেয়ে বিলাসবহুল এবং জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও যদি তা আটকে রাখা হয় তবে দুঃখ আপনার অনেকটাই হবে। এটা গভীর থেকে যে সুখ, তৃপ্তি এবং আশ্বাস আল্লাহ্‌র কৃপায় প্রবাহিত হয়, এবং যখন তা অস্বীকার করা হয় তখন আপনি দুঃখ, উদ্বেগ এবং দুঃখ অনুভব করেন।

সুত্রঃ

In The Shade of The Quran" - Sayyid Qutb / Tafheemul Quran/Tafsir Abu Bakr Zakaria